মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৭ জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশ

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা, শনিবার, ১২ চৈত্র ১৪২৩, ২৬ মার্চ ২০১৭

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সম্মানিত মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ,

স্নেহের শিশু-কিশোর সোনামণিরা,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৭ উপলক্ষে আয়োজিত জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মার্চ আমাদের সংগ্রামের মাস, ইতিহাস-ঐতিহ্যের মাস। মার্চের এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যিনি বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছেন, প্রস্তুত করেছেন মুক্তিযুদ্ধের জন্য। ডাক দিয়েছিলেন-মুক্তির সংগ্রামে। তিনিই আমাদেরকে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ দিয়ে গেছেন। দেশবাসীর পক্ষ থেকে আমি জাতির পিতার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।

শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতার প্রতি। স্মরণ করছি-মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের সদস্যদের জানাচ্ছি মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের শুভেচ্ছা।

এবারের জাতীয় দিবসে আমাদের অঙ্গীকার হোক-অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করা। ৭১'র মহান মুক্তিযুদ্ধে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এলেও জাতির পিতার অবর্তমানে অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়নি। জাতির পিতার নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। সাধারণ মানুষ এসব কর্মসূচির সুফলও পেতে শুরু করেছে। আমাদের লড়াই এখন দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে।

অর্থনৈতিক মুক্তির কর্মসূচিকে এবার আন্দোলনে রূপ দিতে হবে। তবেই আমরা গড়ে তুলতে পারব ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা'। আমরা স্বাধীনতার সুফল বাংলার প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দিতে চাই।

এই প্রসঙ্গে ১৯৭৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া বঙ্গবন্ধুর ভাষণের অংশ বিশেষ তুলে ধরছি। সেই ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, '' উনিশ'শ একাত্তর সালের ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের সমাপ্তি এবং অর্থনৈতিক মুক্তিযুদ্ধের শুরু। এই যুদ্ধে এক মরণপণ সংগ্রাম আমরা শুরু করেছি। এই সংগ্রাম অনেক বেশী সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। তবে আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থেকে কঠোর পরিশ্রম করি এবং সৎ পথে থাকি তবে, ইনশাআল্লাহ জয় আমাদের অনিবার্য।''

আমি লক্ষ্য করছি, দেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ বর্তমান সরকারের অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে উঠছে। তবে ষড়যন্ত্রকারীরাও রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে।

আমার দলের নেতা-কর্মী, সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষী সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই দেশের স্বাধীনতা এসেছিল। আমাদের হাতেই অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে।

ছোট্ট সোনামণিরা,

আজ তোমাদের চমৎকার কুচকাওয়াজ দেখে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। তোমাদের ডিসপ্লে খুব ভাল হয়েছে। তোমরা যারা শরীর চর্চায় অংশগ্রহণ করেছ, সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন।

আমরা আজ স্বাধীন দেশে বাস করছি। তোমাদের হাতে যে লাল-সবুজের জাতীয় পতাকা শোভা পাচ্ছে। এর পিছনে রয়েছে অনেক ত্যাগের ইতিহাস। দেশপ্রেমের সে ইতিহাস তোমাদেরও জানতে হবে।

আত্মত্যাগের ইতিহাসে যে মানুষটি সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, যিনি পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠির নির্যাতন এবং বঞ্চনা থেকে পরাধীন বাঙাল জাতিকে মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তিনি জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

পাকিস্তানী শাসনামলের ২৩ বছরের অর্ধেকেরও বেশি সময় তিনি জেলে কাটিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শুধু স্বপ্নই দেখাননি, গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন।

আমাদের স্বাধীনতা একদিনে আসেনি। স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয় ৫২'র ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। বঙ্গবন্ধুই ভাষা আন্দোলনের জন্য ছাত্রদের সংগঠিত করেন। এরপর আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন, ৫৪'র নির্বাচন, ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬'র ছয়-দফা, ১১-দফা, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান এবং ৭০'র নির্বাচনের পথ পেরিয়ে দেশবাসী সমবেত হয় ৭১'র ৭ মার্চের ঐতিহাসিক মহা-সমাবেশে। সেখানেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত দিক-নির্দেশনা দিলেন।

৭১'র ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সেই উত্তাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা ঘোষণা দেন ''এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা''। এভাবেই জাতির পিতার জীবন ঘিরে গড়ে ওঠে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস।

বঙ্গবন্ধুর আহবানে সাড়া দিয়ে সমগ্র জাতি মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে। বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম স্তব্ধ করে দিতে একাত্তরের ২৫শে মার্চের কালরাতে পাকিস্তানী বাহিনী নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির উপর অতর্কিত হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

বঙ্গবন্ধুর ডাকেই সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি ৯-মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনে।

সুধিমন্ডলী,

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে দেশে ফিরে সদ্য স্বাধীন হওয়া যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তোলার কাজে হাত দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা, সংস্কৃতি চর্চা, সামাজিক দায়িত্ববোধ-ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন করতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৩ সালের সর্বপ্রথম ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করা হয়। তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করেন।

জাতির পিতা ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করেন। আমাদের সংবিধানে শিশুদের জন্য রাষ্ট্রকে বিশেষ বিধান প্রণয়নের বিষয়টি তিনি সংযোজন করেন। জাতির পিতা মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য বৃত্তি প্রথা চালু করেন, যা এখন 'দুঃস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল' নামে পরিচালিত হচ্ছে।

স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মাথায় ৭৫'র ১৫ আগস্ট মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। সেদিন অনেকের সঙ্গে আমার মা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, তিন ভাই ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, লেফট্যানেন্ট শেখ জামাল, ১০-বছরের ছোট শিশু শেখ রাসেলকেও হত্যা করে।

সুধিবৃন্দ,

শিশুদের কল্যাণের লক্ষ্যে আমরা একটি যুগোপযোগী 'জাতীয় শিশুনীতি' প্রণয়ন করেছি। বছরের শুরুতে বিনামূল্যে রঙ্গিন পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় শতভাগ শিশু স্কুলে যাচ্ছে। শিশুর ঝরে পড়া রোধে বিদ্যালয়ে শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান ও মিড-ডে মিল চালু করা হয়েছে। আনন্দঘন শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিতকরতে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম ও আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

আমরা শিশুদের জন্য জাতির পিতার জীবন ও কর্মভিত্তিক বই প্রকাশ এবং পাঠ্য বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সংযোজন করেছি। শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরী ও দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য শিশুবান্ধব শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

আমরা প্রতিবন্ধী শিশুদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। অটিজম বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অটিস্টিক শিশুদের কল্যাণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পথশিশু, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু, বিদ্যালয় থেকে ঝরেপড়া শিশু ও প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

শিশুদের প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ও শিল্পকলা একাডেমি শিশুবান্ধব বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। শারীরিক ও মানসিক বিকাশের

লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 'বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ' এবং 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ' ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করা হয়েছে।

প্রিয় সোনামণিরা,

জাতির পিতা শিশুদের খুব ভালবাসতেন। তিনি সহপাঠী ও বন্ধুদের খুব ভালবাসতেন। সহপাঠীদের কোন জিনিসের অভাব দেখলে নিজের জিনিস দিয়ে দিতেন। তিনি তোমাদের জন্য একটি স্বাধীন দেশ দিয়ে গেছেন। তোমরা জাতির পিতার সংগ্রামী জীবনের কথা, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের কথা জানবে।

দরিদ্র, অসহায় ও প্রতিবন্ধীদের পাশে দাঁড়াবে। স্বাধীনতারিরোধী ও তাদের দোসররা যাতে দেশকে আর পিছিয়ে দিতে না পারে সে ব্যাপারে তোমরা অতন্দ্র প্রহরীর মত তৎপর থাকবে। জঙ্গিবাদ ও মাদককে ঘৃণা করবে।

আজ তোমরা শিশু-কিশোর, একদিন তোমরা অনেক বড় হবে। তোমরাই দেশকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিবে। তোমাদের মধ্যে থেকেই কেউ ভবিষ্যতে রাষ্ট্রনায়ক, প্রশাসক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক হবে। তোমাদের প্রতিভা ও মেধা দিয়ে এই দেশকে সাজিয়ে তুলবে। আমাদের সরকার তোমাদের সুনাগরিক এবং দেশপ্রেমিক হয়ে বেড়ে উঠতে যা যা প্রয়োজন তার সবকিছুই নিশ্চিত করছে।

সুধিমন্ডলী,

লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। এই অর্জনকে অর্থপূর্ণ করতে সবাইকে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানতে হবে। স্বাধীনতার চেতনাকে ধারণ করতে হবে। এই চেতনা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পৌঁছে দিতে হবে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে দেশ ও জাতির উন্নয়নে কাজ করেছে। আমাদের সকল কাজের মূল লক্ষ্য-জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করা।

গত আট বছরে আমরা প্রতিটি সেক্টরে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করেছি। এরফলে আমাদের ক্রয় ক্ষমতা, মাথাপিছু আয়, বৈদেশিক মুদ্রার রির্জাভ, রপ্তানি, বিনিয়োগ. কর্মসংস্থান বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তৃণমূল থেকে সকল পর্যায়ে মানুষের জীবন ধারন মান উন্নত হয়েছে। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল।

আমরা সপরিবারের জাতির পিতার হত্যা বিচারের রায় কার্যকর করেছি। একাত্তরের মানবতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে। এতে বাংলাদেশ অভিশাপ মুক্ত হয়ে আলোর পথে যাত্রা শুরু করেছে।

স্বাধীনতারিরোধী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এবং গণতন্ত্রবিরোধী অপশক্তি এখনও দেশের গণতন্ত্র ও সরকারের উন্নয়নের ধারা বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তারা জঙ্গিবাদ উস্কে দিচ্ছে। এ সকল অপশক্তির যে-কোন অপতৎপরতা ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করার জন্য আমি দেশবাসীর প্রতি আহবান জানাই।

আশা করি, বাংলাদেশকে একটি শান্তিপূর্ণ, অসাম্প্রদায়িক ও উন্নত-সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে প্রতিটি বাঙালি দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে স্ব-স্ব অবস্থান থেকে আত্মনিবেদিত হবেন।

আমাদের লক্ষ্য-২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা।

স্বাধীনতা দিবসের এই আনন্দঘন পরিবেশে সকলের প্রতি আমার আহবান, আসুন ঐক্যবদ্ধ হয়ে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

সকলকে আবারও স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের শুভেচ্ছা।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...